গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
হজ -১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.hajj.gov.bd

নং-১৬.০০.০০০০.০০৩.১৮.০০৬.১৯. ৪২১

তারিখ: ২৮ বৈশাখ ১৪২৯ / ১১ মে ২০২২

চেয়ারম্যান
বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ
ঢাকা, বাংলাদেশ

২০২২ সালের হজযাত্রী নিবন্ধন বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা ২০২২ সালে হজে গমনের জন্য সম্মানিত হজযাত্রী এবং সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক হজযাত্রী নিবন্ধনের জন্য নিম্নবর্ণিত সময়সূচি নির্ধারণ করা হয়েছে:

সময়সূচি:

ব্যবস্থাপনা	নিবন্ধনের অর্থ পরিশোধ শুরুর তারিখ	নিবন্ধনের অর্থ পরিশোধের শেষ তারিখ	নিবন্ধনের জন্য সর্বশেষ প্রাক-নিবন্ধনের ক্রমিক নম্বর
সরকারি ব্যবস্থাপনা	১৬ মে ২০২২	১৮ মে ২০২২	২০২০ সালের নিবন্ধিত সকল হজযাত্রী এবং প্রাক-নিবন্ধনের সর্বশেষ ক্রমিক ২৫,৯২৪ পর্যন্ত
বেসরকারি ব্যবস্থাপনা	১৬ মে ২০২২	১৮ মে ২০২২	২০২০ সালের সকল নিবন্ধিত ব্যক্তি

০২। **সরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের জন্য :**

(ক)	হজযাত্রী নিবন্ধনের জন্য আবশ্যিকভাবে Passport থাকতে হবে। পাসপোর্ট স্ক্যান করে নিবন্ধন তথ্য পূরণ করতে হবে। হজযাত্রীর পাসপোর্টের মেয়াদ হজের দিন থেকে পরবর্তী ৬ মাস অর্থাৎ ২০২৩ সালের ০৪ জানুয়ারি পর্যন্ত থাকতে হবে। হজযাত্রীর দাখিলকৃত পাসপোর্টের সঠিকতা অনলাইনে যাচাই করা হবে। পাসপোর্ট সংক্রান্ত যে কোন সমস্যা সমাধানের জন্য আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে স্থাপিত নির্ধারিত হজ হেল্পডেস্ক অথবা পাসপোর্ট ও ইমিগ্রেশন অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকায় যোগাযোগ করতে হবে।
(খ)	নিবন্ধনের পর কোন হজযাত্রী কোন কারণে হজে যেতে না পারলে শুধু বিমান ভাড়া এবং খাবার বাবদ গৃহীত টাকা ফেরৎ পাবেন। তবে বিমানের টিকিট নিশ্চিত হওয়ার পর হজযাত্রা বাতিল করলে বিমানের টিকিটের টাকা ফেরৎ পাবেন না।
(গ)	নিবন্ধনের পর রাজকীয় সৌদি সরকার কর্তৃক হজ সংক্রান্ত বিষয়ে কোন চার্জ আরোপিত হলে বা অন্য কোন খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পেলে তা যথাসময়ে হজযাত্রীকে অবহিত করা হবে এবং তা প্যাকেজ মূল্যের সঙ্গে যোগ হবে। পরবর্তী নির্দেশনানুযায়ী অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ করতে হবে।
(ঘ)	প্রযোজ্যক্ষেত্রে হজযাত্রীগণ মাহরামসহ একই সঙ্গে হজে যাওয়ার জন্য নিবন্ধন ফরম পূরণ করে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (ইউডিসি), স্থানীয় ইসলামিক ফাউন্ডেশন কার্যালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, হজ অফিস, আশকোনা বিমানবন্দর, ঢাকার মাধ্যমে নিবন্ধন ভাউচার তৈরি করতে পারবেন। যদি কেউ আলাদা ফ্লাইটে সফর করতে চান তাহলে অবশ্যই আলাদাভাবে নিবন্ধন করতে হবে।
(ঙ)	হজযাত্রীকে হজ প্যাকেজের অতিরিক্ত কুরবানী বাবদ ৮১০ (আটশত দশ) সৌদি রিয়াল সঙ্গে নিতে হবে।
(চ)	সরকারি হজযাত্রীদের ভিসা প্রাপ্তির জন্য প্যাকেজ স্থানান্তর/নিবন্ধনের ৩ দিনের মধ্যে সরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের স্ব স্ব পাসপোর্ট ও কোভিড ভ্যাকসিন সার্টিফিকেট নিজ দায়িত্বে বিনা ব্যর্থতায় হজ অফিস ঢাকায় জমা দিতে হবে।
(ছ)	সরকারি হজযাত্রীদের হজ ফ্লাইট: সরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের জন্য ঢাকা-জেদ্দা- মদিনা-মক্কা-জেদ্দা-ঢাকা রুটের জন্য ফ্লাইটভিত্তিক ট্রাভেল প্যাকেজ (যাঁরা একই হজ ফ্লাইটে যাবেন এবং একইসঙ্গে এক মোয়াল্লেমের অধীনে মক্কার বাড়ি হতে মুভমেন্ট করবেন) তৈরী করা হবে। হজযাত্রার তারিখ ও সময় নির্ধারণপূর্বক সৌদি ই-হজ সিস্টেমে সকল তথ্য অগ্রিম প্রদান করে ভিসা করা হয় বিধায় পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সরকারি ব্যবস্থাপনার সকল হজযাত্রীকে নির্ধারিত ট্রাভেল প্যাকেজে হজে গমন ও প্রত্যাগমন করতে হবে।
(জ)	শূন্য কোটা পূরণের জন্য সরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রাক-নিবন্ধিতদের মধ্য হতে প্রাক-নিবন্ধনের ক্রম অনুসারে পাসপোর্টসহ পরিচালক হজ অফিস ঢাকার নিকট আবেদন করা হলে তার অনুমোদনক্রমে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিবন্ধন করতে পারবেন। এরূপ কোটা হজযাত্রীদের প্যাকেজ-২ এ যেতে হবে।
(ঞ)	বাস্তব প্রয়োজনে নিবন্ধন সংক্রান্ত কোন নিয়মের পরিবর্তন হলে সেটি যথাসময়ে বিজ্ঞপ্তি/SMS-এর মাধ্যমে অবহিত করা হবে।

পরিচালক (প্রশাসন) এর দপ্তর

ডাইরী নং	৩৯৭০
প্রেরণের তারিখ	১৮/৫/২২
সময়	
পৃষ্ঠা সংখ্যা	

(ক) ২০২০ সালে নিবন্ধিত হজযাত্রীগণের জন্য অনুসরণীয় বিষয়াদি:

(ক) ২০২০ সনের ৩টি প্যাকেজের যে কোনটিতে নিবন্ধিত হজযাত্রীকে ২০২২ সনের জন্য ঘোষিত প্যাকেজ-১ অথবা প্যাকেজ-২ এর যে কোন একটি প্যাকেজ নির্বাচন করে ২০২২ সনের জন্য নতুন করে নিবন্ধন সম্পন্ন করতে হবে। এক্ষেত্রে, বর্তমানে নির্বাচিত প্যাকেজের মূল্য হতে ইতিমধ্যে ২০২০ সনে প্রদান করা নিবন্ধনের অর্থ সমন্বয় করে অবশিষ্ট অর্থ সোনালী ব্যাংক লি., স্থানীয় কার্যালয় শাখা, মতিঝিল, ঢাকার হিসাব নং ০০০২৬৩৩০০০৯০৮ (Sale Proceeds of Hajj Deposit) এ প্যাকেজ স্থানান্তর ভাউচারের মাধ্যমে জমা প্রদান করে প্যাকেজ স্থানান্তর সনদ গ্রহণ করতে হবে। নগদ অথবা ক্রসড চেক/পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফ্টের মাধ্যমে টাকা জমা দেওয়া যাবে। এ ক্ষেত্রে ব্যাংক হজযাত্রীকে কোন ফি ছাড়া প্যাকেজ স্থানান্তর সনদ প্রদান করবে। নির্ধারিত তারিখে ক্রসড চেক/পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফ্ট নগদায়ন না হলে ব্যাংক প্যাকেজ স্থানান্তর বাতিল করে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবে।

(খ) ২০২০ সনে যে সকল নিবন্ধিত হজযাত্রী প্যাকেজ স্থানান্তরের মাধ্যমে ২০২২ সনে নিবন্ধন চূড়ান্ত করবেন না অথবা হজে যেতে পারবেন না, তাঁদের হজ নিবন্ধন বাতিল বলে গণ্য হবে এবং তাঁরা বিধি মোতাবেক নিবন্ধন বাবদ প্রদত্ত অর্থ ফেরত পাবেন।

(খ) ২০২২ সনে নির্বাচিত প্রাক-নিবন্ধিত হজযাত্রীগণের জন্য অনুসরণীয় বিষয়াদি:

(ক) প্রাক-নিবন্ধনের সময় গৃহীত ৩০,০০০.০০ (ত্রিশ হাজার) টাকার মধ্যে জমাকৃত ২৮,০০০.০০ (আটাশ হাজার) টাকা সমন্বয় করে ২০২২ সালের হজ প্যাকেজ-১ এর হজযাত্রীকে (৫,২৭,৩৪০-২৮,০০০)=৪,৯৯,৩৪০ (চার লক্ষ নিরানব্বই হাজার তিনশত চল্লিশ) টাকা এবং হজ প্যাকেজ-২ এর হজযাত্রীকে (৪,৬২,১৫০-২৮,০০০)=৪,৩৪,১৫০ (চার লক্ষ চৌত্রিশ হাজর একশত পঞ্চাশ) টাকা সোনালী ব্যাংক লি., স্থানীয় কার্যালয় শাখা, মতিঝিল, ঢাকার হিসাব নং ০০০২৬৩৩০০০৯০৮ (Sale Proceeds of Hajj Deposit) এ নিবন্ধন ভাউচারের মাধ্যমে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে জমা প্রদান করে নিবন্ধন সনদ গ্রহণ করতে হবে। নগদ অথবা ক্রসড চেক/পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফ্টের মাধ্যমে টাকা জমা দেওয়া যাবে। এ ক্ষেত্রে ব্যাংক হজযাত্রীকে কোন ফি ছাড়া নিবন্ধন সনদ প্রদান করবে। নির্ধারিত তারিখে ক্রসড চেক/পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট নগদায়ন না হলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ হজযাত্রীর নিবন্ধন বাতিল করে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবে।

(খ) সরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রাক-নিবন্ধিত ব্যক্তি যদি প্রাক-নিবন্ধন বাতিল করতে চান, বিদ্যমান পদ্ধতিতে অন-লাইনে (হজ পোর্টালে) আবেদন করতে হবে। এক্ষেত্রে, প্রাক-নিবন্ধনের জন্য জমাকৃত ৩০,০০০.০০ (ত্রিশ হাজার) টাকার মধ্য হতে প্রাক-নিবন্ধন ফি ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা এবং প্রসেসিং ফি ৩,০০০.০০ (তিন হাজার) টাকা কর্তন করে অবশিষ্ট ২৫,০০০.০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা ফেরত প্রদান করা হবে।

(গ) প্রাথমিকভাবে প্রাক-নিবন্ধনের নির্ধারিত ক্রমিকের মধ্যে যারা নিবন্ধন করবেন না তাঁরা ২০২২ খ্রি. সনের হজে গমনে আগ্রহী নন মর্মে পরিগণিত হবেন। প্রাক-নিবন্ধিত যে সব ব্যক্তি ২০১৯ সালে হজে গমনের জন্য আহ্বান পেয়েছিলেন কিন্তু হজে যাননি সে সব ব্যক্তি যদি এ বছর নিবন্ধন না করেন তাহলে হজ আইন ও বিধি অনুযায়ী তাদের প্রাক-নিবন্ধন স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যাবে।

০৩। বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের জন্য নিবন্ধন স্থানান্তরের নিমিত্ত অনুসরণীয় বিষয়াদি:

(ক) বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রী নিবন্ধন স্থানান্তর জন্য আবশ্যিকভাবে Passport থাকতে হবে। পাসপোর্ট স্ক্যান করে নিবন্ধন তথ্য পূরণ করতে হবে। হজযাত্রীর পাসপোর্টের মেয়াদ হজের দিন থেকে পরবর্তী ৬ মাস অর্থাৎ ২০২৩ সালের ০৪ জানুয়ারি পর্যন্ত থাকতে হবে। হজযাত্রীর দাখিলকৃত পাসপোর্টের সঠিকতা অনলাইনে যাচাই করা হবে। পাসপোর্ট সংক্রান্ত যে কোন সমস্যা সমাধানের জন্য আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে স্থাপিত নির্ধারিত হজ হেল্পডেস্ক অথবা পাসপোর্ট ও ইমিগ্রেশন অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকায় যোগাযোগ করতে হবে।

(খ) বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের নিবন্ধনের জন্য প্রকাশিত প্রাক-নিবন্ধিত ব্যক্তিদের প্রাক-নিবন্ধনকালীন গৃহীত ৩০,৭৫২.০০ টাকার মধ্যে প্রাক-নিবন্ধন ফি বাবদ ২,০০০.০০ (দুই হাজার) টাকা (অফেরৎযোগ্য) সমন্বয়পূর্বক অবশিষ্ট (৩০,৭৫২-২,০০০)=২৮,৭৫২ (আটাশ হাজার সাতশত বায়ান্ন) টাকা ন্যূনতম প্যাকেজ মূল্যের সঙ্গে সমন্বয় করে হজযাত্রীর নিকট থেকে গ্রহণ করা হবে।

(গ) বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ২০২২ খ্রি. সনে নিবন্ধনের জন্য প্রাক-নিবন্ধনের সময় জমাকৃত ৩০,৭৫২.০০ (ত্রিশ হাজার সাতশত বায়ান্ন) টাকার মধ্য হতে জমজম পানি বাবদ (১২.০০ সৌ.রি.)=২৯১.৬০ (দুইশত একানব্বই টাকা ষাট পয়সা) টাকা, ১% অতিরিক্ত বাড়ি ভাড়া বাবদ-(৪২.০০ সৌ.রি.+১৫% ভ্যাট)=১১৭৩.৬৯ (এক হাজার একশত তিয়াত্তর) টাকা, স্থানীয় সার্ভিস চার্জ বাবদ-১,০০০.০০ (এক হাজার) টাকা, হজযাত্রীদের কল্যাণ তহবিল (আপৎকালীন ফান্ড) বাবদ ২০০.০০ (দুইশত) টাকা, প্রশিক্ষণ ফি বাবদ ৩০০.০০ (তিনশত) টাকা এবং প্রাক-নিবন্ধন ফি বাবদ ২,০০০.০০ (দুই হাজার) টাকাসহ সর্বমোট (২৯১.৬০+১১৭৩.৬৯+১,০০০.০০+২০০.০০+ ৩০০.০০+২,০০০.০০)=৪৯৬৫.২৯ (চার হাজার নয়শত পয়ষট্টি টাকা উনত্রিশ পয়সা) টাকা কর্তন করে অবশিষ্ট (৩০,৭৫২.০০-৪৯৬৫.২৯)=২৫,৭৮৬.৭১ (পঁচিশ হাজার সাতশত ছিয়াশি টাকা একাত্তর পয়সা) টাকা (জনপ্রতি) নিবন্ধন স্থানান্তরের সাথে সাথে নিবন্ধনকারী হজ এজেন্সির মোট হজযাত্রী সংখ্যার বিপরীতে সৌদি আরবে প্রদেয় বিভিন্ন সার্ভিস চার্জ ও পরিবহন ফি IBAN এর মাধ্যমে পরিশোধের নিমিত্ত সৌদি আরবে হজযাত্রী প্রেরণকারী এজেন্সির অনুকূলে উক্ত হজ এজেন্সির অনুকূলে একাউন্টে পেয়ী চেকের মাধ্যমে ফেরৎ প্রদান করা হবে।

(ঘ) বেসরকারি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এজেন্সির সাথে হজযাত্রীর চুক্তি অনুযায়ী ২০২০ সনে নিবন্ধনের অর্থ সমন্বয় করে ২০২২ সনের প্যাকেজে ঘোষিত অবশিষ্ট অর্থ নিবন্ধনকারী সংশ্লিষ্ট হজ এজেন্সির নির্ধারিত ব্যাংক একাউন্টে আগামী ১৮ মে, ২০২২ খ্রি. তারিখের মধ্যে জমা প্রদান করবেন। হজযাত্রীর কাছ হতে প্যাকেজে ঘোষিত অর্থ প্রাপ্তির পরেই সংশ্লিষ্ট এজেন্সির ইউজার হজ ব্যবস্থাপনা সিস্টেমে (HMIS) তাঁর পিলগ্রিম আইডি (PID) প্রদান করবেন। যে সব নিবন্ধিত হজযাত্রীর বিপরীতে প্যাকেজ মূল্যের অবশিষ্ট অর্থ নিবন্ধনকারী সংশ্লিষ্ট হজ এজেন্সির নির্ধারিত ব্যাংক কর্তৃক নিশ্চিত হবে না, সে সব নিবন্ধিত হজযাত্রী হজে গমনে ইচ্ছুক নয় বলে গণ্য হবে। উল্লেখ্য, সংশ্লিষ্ট এজেন্সি বিমান ভাড়া বাবদ অর্থ সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্স বরাবর টিকিটের জন্য পে-অর্ডার ব্যতীত উত্তোলন করতে পারবে না।

(চ) বেসরকারি হজ ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের জন্য সরকার ৪,৫৬,৫৩০.০০ (চার লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার পাচশত ত্রিশ) টাকার প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। এজন্সিসমূহ তা অনুসরণ করবে; অথবা সরকারি ব্যবস্থাপনার প্যাকেজ-১ (৫,২৭,৩৪০.৪৮), প্যাকেজ-২ (৪,৬২,১৫০.০০) এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে হজ প্যাকেজ ঘোষণা করতে পারবে। তবে সরকারি ব্যবস্থাপনার প্যাকেজ-২ এর মূল্যের কম নয়। এ ক্ষেত্রে হজযাত্রীকে সরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের ন্যায় সুবিধা প্রদান করতে হবে। এজেন্সি কর্তৃক ঘোষিত হজ প্যাকেজ হজ ব্যবস্থাপনা পোর্টাল, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়; HAAB ও সংশ্লিষ্ট এজেন্সির নিজস্ব ওয়েবসাইট এ upload করতে হবে।

(জ) হজযাত্রীকে হজপ্যাকেজের অতিরিক্ত কুরবানী বাবদ ৮১০ (আটশত দশ) সৌদি রিয়াল পৃথকভাবে সঙ্গে নিতে হবে।

(ঝ) রাজকীয় সৌদি সরকারের সাথে সম্পাদিত দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি অনুযায়ী যে কোন হজ এজেন্সির ন্যূনতম ৯৭ জনের নিবন্ধিত থাকতে হবে। যদি কোন হজ এজেন্সির ন্যূনতম ৯৭ জন নিবন্ধিত হজযাত্রী না থাকে, হজ আইন ও বিধি অনুসরণ করে লিড এজেন্সি নির্ধারণ করতে হবে। অত:পর সমঝোতাকারী এজেন্সিকে নিবন্ধিতদের অনলাইনে লিড এজেন্সির অনুকূলে বিদ্যমান পদ্ধতিতে স্থানান্তর সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করতে হবে। স্থানান্তরিত হজযাত্রীদের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব লিড এজেন্সি (নিবন্ধনকারী) গ্রহণ করবে। মোনাজ্জেম অবশ্যই লিড এজেন্সির হতে হবে। এ জন্য হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২১ এবং এর অধীনে প্রণীত হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২২ (খসড়া) মোনাজ্জেম বিষয়ে বর্ণিত নির্দেশনা ও ০৯.০৫.২০২২ তারিখ ৪০০ নম্বর স্মারকে জারীকৃত বিজ্ঞপ্তি অনুসরণ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট এজেন্সিকে এ তথ্য আবশ্যিকভাবে আন্ত:এজেন্সি স্থানান্তর অথবা সম্বয়ের পূর্বে হজযাত্রীকে জানাতে হবে।

(ঞ) নিবন্ধন স্থানান্তর কার্যক্রম চলাকালে বিদ্যমান পদ্ধতিতে প্রাক-নিবন্ধিত ব্যক্তিদের এজেন্সি স্থানান্তর (Transfer) কার্যক্রম চলমান থাকবে। ২০২২ সালে ঘোষিত হজ প্যাকেজের ৩.৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোন হজযাত্রীর লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে এজেন্সি স্থানান্তর করা হলে হজযাত্রীকে প্রাক-নিবন্ধিত এজেন্সি বরাবর ২,০০০.০০ (দুই হাজার) টাকা স্থানান্তর/সার্ভিস চার্জ প্রদান করতে হবে। তবে এজেন্সির কোটা পূরণ, সমন্বয় কিংবা অভিযোগের কারণে এজেন্সি হজযাত্রী প্রেরণের জন্য মনোনীত না হলে সে ক্ষেত্রে হজযাত্রীর সম্মতিক্রমে এজেন্সি স্থানান্তর করা হলে কোন সার্ভিস চার্জ আদায় করা যাবে না।

(ট) বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রাক-নিবন্ধিত ব্যক্তি যদি প্রাক-নিবন্ধন বাতিল করতে চান, তাঁকে ব্যাংকের মাধ্যমে অন-লাইনে আবেদন করতে হবে। এক্ষেত্রে, প্রাক-নিবন্ধনের জন্য জমাকৃত ৩০,৭৫২.০০ (ত্রিশ হাজার সাতশত বায়ান্ন) টাকার মধ্য হতে ৫,০০০.০০ (পাঁচ হাজার) টাকা কর্তন করে অবশিষ্ট ২৫,৭৫২.০০ (পঁচিশ হাজার সাতশত বায়ান্ন) টাকা ফেরত প্রদান করা হবে।

(ঠ) নিবন্ধনের পর কোন হজযাত্রী কোন কারণে হজে যেতে না পারলে শুধু বিমান ভাড়া এবং খাবার বাবদ গৃহীত টাকা ফেরৎ পাবেন। তবে বিমানের টিকিট নিশ্চত হওয়ার পর হজযাত্রা বাতিল করলে বিমানের টিকিটের টাকা ফেরৎ পাবেন না।

(ড) নিবন্ধনের পর রাজকীয় সৌদি সরকার কর্তৃক হজ সংক্রান্ত বিষয়ে কোন চার্জ আরোপিত হলে বা অন্য কোন খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পেলে তা যথাসময়ে হজযাত্রীকে অবহিত করা হবে এবং তা প্যাকেজ মূল্যের সঙ্গে যোগ হবে। পরবর্তী নির্দেশনানুযায়ী অতিরিক্ত এ অর্থ পরিশোধ করতে হবে।

(ঢ) হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা আইন,২০২১ ও হজ ও ওমরাহ বিধিমালা, ২০২২ (খসড়া) বিধির ৪.৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রত্যেক হজ এজেন্সির স্বত্বাধিকারী/ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ব্যবস্থাপনা অংশীদার/ক্ষমতাপ্রাপ্ত অংশীদার/পরিচালক এবং হজযাত্রীকে পরস্পর চুক্তি সম্পাদন করবেন। চুক্তিপত্রে হজযাত্রীকে প্রদত্ত সুবিধার কথা উল্লেখ করতে হবে। হজযাত্রী প্রাপ্ত সকল সুবিধা সম্পর্কে জেনে চুক্তিতে স্বাক্ষর করবেন ও চুক্তির মূলকপি সংরক্ষণ করবেন এবং অপর দুই কপি যথাক্রমে সংশ্লিষ্ট হজ এজেন্সি ও হজ অফিস, ঢাকা বরাবর প্রেরণ করবেন।

(ণ) হজযাত্রীকে সরাসরি এজেন্সির সঙ্গে পরিচিত হয়ে চুক্তিবদ্ধপূর্বক এজেন্সির সংশ্লিষ্ট ব্যাংক **Account** এর মাধ্যমে আর্থিক লেনদেন করতে হবে। কোন মধ্যস্বত্বভোগী/তথাকথিত মোয়াল্লেম বা গ্রুপলিডার/গাইডের মাধ্যমে টাকা জমা প্রদান করা যাবে না। অন্যথা প্রতারিত হলে এর দায়দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট হজযাত্রীকেই বহন করতে হবে। আর্থিক লেনদেন করার পূর্বে হজ এজেন্সি ২০২২ সালে হজযাত্রী প্রেরণের জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত কি না তা www.hajj.gov.bd ওয়েব সাইট থেকে জেনে নিতে হবে।

(ত) হজযাত্রী কোন পচনশীল খাদ্যদ্রব্য/তামাক/পান-সুপারি/ জর্দ্দাঅর্থাৎ নেশা জাতীয় দ্রব্য এবং চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র ব্যতিত অননুমোদিত ঔষধ এবং অবৈধ মালামাল বহন করতে পারবেন না। এ ধরনের কোন কিছু বহনের জন্য হজযাত্রী রাজকীয় সৌদি সরকারের কঠোর আইনের সম্মুখীন হবেন।

(থ) হজযাত্রীকে সরাসরি তাঁর এজেন্সি থেকে বিমানের টিকিট সংগ্রহ করতে হবে। বিমানের টিকিট বাবদ প্যাকেজে উল্লিখিত

(ঘ) বেসরকারি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এজেন্সির সাথে হজযাত্রীর চুক্তি অনুযায়ী ২০২০ সনে নিবন্ধনের অর্থ সমন্বয় করে ২০২২ সনের প্যাকেজে ঘোষিত অবশিষ্ট অর্থ নিবন্ধনকারী সংশ্লিষ্ট হজ এজেন্সির নির্ধারিত ব্যাংক একাউন্টে আগামী ১৮ মে, ২০২২ খ্রি. তারিখের মধ্যে জমা প্রদান করবেন। হজযাত্রীর কাছ হতে প্যাকেজে ঘোষিত অর্থ প্রাপ্তির পরেই সংশ্লিষ্ট এজেন্সির ইউজার হজ ব্যবস্থাপনা সিস্টেমে (HMIS) তাঁর পিলগ্রিম আইডি (PID) প্রদান করবেন। যে সব নিবন্ধিত হজযাত্রীর বিপরীতে প্যাকেজ মূল্যের অবশিষ্ট অর্থ নিবন্ধনকারী সংশ্লিষ্ট হজ এজেন্সির নির্ধারিত ব্যাংক কর্তৃক নিশ্চিত হবে না, সে সব নিবন্ধিত হজযাত্রী হজে গমনে ইচ্ছুক নয় বলে গণ্য হবে। উল্লেখ্য, সংশ্লিষ্ট এজেন্সি বিমান ভাড়া বাবদ অর্থ সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্স বরাবর টিকিটের জন্য পে-অর্ডার ব্যতীত উত্তোলন করতে পারবে না।

(চ) বেসরকারি হজ ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের জন্য সরকার ৪,৫৬,৫৩০.০০ (চার লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার পাচশত ত্রিশ) টাকার প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। এজন্সিসমূহ তা অনুসরণ করবে; অথবা সরকারি ব্যবস্থাপনার প্যাকেজ-১ (৫,২৭,৩৪০.৪৮), প্যাকেজ-২ (৪,৬২,১৫০.০০) এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে হজ প্যাকেজ ঘোষণা করতে পারবে। তবে সরকারি ব্যবস্থাপনার প্যাকেজ-২ এর মূল্যের কম নয়। এ ক্ষেত্রে হজযাত্রীকে সরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের ন্যায় সুবিধা প্রদান করতে হবে। এজেন্সি কর্তৃক ঘোষিত হজ প্যাকেজ হজ ব্যবস্থাপনা পোর্টাল, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়; HAAB ও সংশ্লিষ্ট এজেন্সির নিজস্ব ওয়েবসাইট এ upload করতে হবে।

(জ) হজযাত্রীকে হজপ্যাকেজের অতিরিক্ত কুরবানী বাবদ ৮১০ (আটশত দশ) সৌদি রিয়াল পৃথকভাবে সঙ্গে নিতে হবে।

(ঝ) রাজকীয় সৌদি সরকারের সাথে সম্পাদিত দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি অনুযায়ী যে কোন হজ এজেন্সির ন্যূনতম ৯৭ জনের নিবন্ধিত থাকতে হবে। যদি কোন হজ এজেন্সির ন্যূনতম ৯৭ জন নিবন্ধিত হজযাত্রী না থাকে, হজ আইন ও বিধি অনুসরণ করে লিড এজেন্সি নির্ধারণ করতে হবে। অত:পর সমঝোতাকারী এজেন্সিকে নিবন্ধিতদের অনলাইনে লিড এজেন্সির অনুকূলে বিদ্যমান পদ্ধতিতে স্থানান্তর সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করতে হবে। স্থানান্তরিত হজযাত্রীদের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব লিড এজেন্সি (নিবন্ধনকারী) গ্রহণ করবে। মোনাজ্জেম অবশ্যই লিড এজেন্সির হতে হবে। এ জন্য হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২১ এবং এর অধীনে প্রণীত হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২২ (খসড়া) মোনাজ্জেম বিষয়ে বর্ণিত নির্দেশনা ও ০৯.০৫.২০২২ তারিখ ৪০০ নম্বর স্মারকে জারীকৃত বিজ্ঞপ্তি অনুসরণ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট এজেন্সিকে এ তথ্য আবশ্যিকভাবে আন্ত:এজেন্সি স্থানান্তর অথবা সময়ের পূর্বে হজযাত্রীকে জানাতে হবে।

(ঞ) নিবন্ধন স্থানান্তর কার্যক্রম চলাকালে বিদ্যমান পদ্ধতিতে প্রাক-নিবন্ধিত ব্যক্তিদের এজেন্সি স্থানান্তর (Transfer) কার্যক্রম চলমান থাকবে। ২০২২ সালে ঘোষিত হজ প্যাকেজের ৩.৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোন হজযাত্রীর লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে এজেন্সি স্থানান্তর করা হলে হজযাত্রীকে প্রাক-নিবন্ধিত এজেন্সি বরাবর ২,০০০.০০ (দুই হাজার) টাকা স্থানান্তর/সার্ভিস চার্জ প্রদান করতে হবে। তবে এজেন্সির কোটা পূরণ, সমন্বয় কিংবা অভিযোগের কারণে এজেন্সি হজযাত্রী প্রেরণের জন্য মনোনীত না হলে সে ক্ষেত্রে হজযাত্রীর সম্মতিক্রমে এজেন্সি স্থানান্তর করা হলে কোন সার্ভিস চার্জ আদায় করা যাবে না।

(ট) বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রাক-নিবন্ধিত ব্যক্তি যদি প্রাক-নিবন্ধন বাতিল করতে চান, তাঁকে ব্যাংকের মাধ্যমে অন-লাইনে আবেদন করতে হবে। এক্ষেত্রে, প্রাক-নিবন্ধনের জন্য জমাকৃত ৩০,৭৫২.০০ (ত্রিশ হাজার সাতশত বায়ান্ন) টাকার মধ্য হতে ৫,০০০.০০ (পাঁচ হাজার) টাকা কর্তন করে অবশিষ্ট ২৫,৭৫২.০০ (পঁচিশ হাজার সাতশত বায়ান্ন) টাকা ফেরত প্রদান করা হবে।

(ঠ) নিবন্ধনের পর কোন হজযাত্রী কোন কারণে হজে যেতে না পারলে শুধু বিমান ভাড়া এবং খাবার বাবদ গৃহীত টাকা ফেরৎ পাবেন। তবে বিমানের টিকিট নিশ্চত হওয়ার পর হজযাত্রা বাতিল করলে বিমানের টিকিটের টাকা ফেরৎ পাবেন না।

(ড) নিবন্ধনের পর রাজকীয় সৌদি সরকার কর্তৃক হজ সংক্রান্ত বিষয়ে কোন চার্জ আরোপিত হলে বা অন্য কোন খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পেলে তা যথাসময়ে হজযাত্রীকে অবহিত করা হবে এবং তা প্যাকেজ মূল্যের সঙ্গে যোগ হবে। পরবর্তী নির্দেশনানুযায়ী অতিরিক্ত এ অর্থ পরিশোধ করতে হবে।

(ঢ) হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা আইন,২০২১ ও হজ ও ওমরাহ বিধিমালা, ২০২২ (খসড়া) বিধির ৪.৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রত্যেক হজ এজেন্সির স্বত্বাধিকারী/ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ব্যবস্থাপনা অংশীদার/ক্ষমতাপ্রাপ্ত অংশীদার/পরিচালক এবং হজযাত্রীকে পরস্পর চুক্তি সম্পাদন করবেন। চুক্তিপত্রে হজযাত্রীকে প্রদত্ত সুবিধার কথা উল্লেখ করতে হবে। হজযাত্রী প্রাপ্ত সকল সুবিধা সম্পর্কে জেনে চুক্তিতে স্বাক্ষর করবেন ও চুক্তির মূলকপি সংরক্ষণ করবেন এবং অপর দুই কপি যথাক্রমে সংশ্লিষ্ট হজ এজেন্সি ও হজ অফিস, ঢাকা বরাবর প্রেরণ করবেন।

(ণ) হজযাত্রীকে সরাসরি এজেন্সির সঙ্গে পরিচিত হয়ে চুক্তিবদ্ধপূর্বক এজেন্সির সংশ্লিষ্ট ব্যাংক Account এর মাধ্যমে আর্থিক লেনদেন করতে হবে। কোন মধ্যস্বত্বভোগী/তথাকথিত মোয়াল্লেম বা গ্রুপলিডার/গাইডের মাধ্যমে টাকা জমা প্রদান করা যাবে না। অন্যথা প্রতারিত হলে এর দায়দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট হজযাত্রীকেই বহন করতে হবে। আর্থিক লেনদেন করার পূর্বে হজ এজেন্সি ২০২২ সালে হজযাত্রী প্রেরণের জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত কি না তা www.hajj.gov.bd ওয়েব সাইট থেকে জেনে নিতে হবে।

(ত) হজযাত্রী কোন পচনশীল খাদ্যদ্রব্য/তামাক/পান-সুপারি/ জর্দ্দাঅর্থাৎ নেশা জাতীয় দ্রব্য এবং চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র ব্যতিত অননুমোদিত ঔষধ এবং অবৈধ মালামাল বহন করতে পারবেন না। এ ধরনের কোন কিছু বহনের জন্য হজযাত্রী রাজকীয় সৌদি সরকারের কঠোর আইনের সম্মুখীন হবেন।

(থ) হজযাত্রীকে সরাসরি তাঁর এজেন্সি থেকে বিমানের টিকিট সংগ্রহ করতে হবে। বিমানের টিকিট বাবদ প্যাকেজে উল্লিখিত

৩৬. সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা (প্রেস বিজ্ঞপ্তিটি বহুল প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৩৭. উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)..... ।
৩৮. উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার (সকল)..... ।
৩৯. সিস্টেমস এনালিস্ট, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (এ বিজ্ঞপ্তিটি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে (www.mora.gov.bd) প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৪০. উপ-পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন (সকল জেলা)..... ।
৪১. সভাপতি/মহাসচিব, হজ এজেন্সীজ এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (হাব), ঢাকা, সাত্তারা সেন্টার (১৬ তম তলা), হোটেল ভিক্টোরী, ৩০/এ নয়াপল্টন, ভিআইপি রোড, ঢাকা (সকল হজ এজেন্সিকে অবহিতকরণের অনুরোধ করা হলো) ।
৪২. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিজনেস অটোমেশন লিঃ, ১২ কারওয়ান বাজার, ঢাকা (এ বিজ্ঞপ্তিটি ওয়েবসাইটে (www.hajj.gov.bd) প্রকাশসহ প্রয়োজনীয় কারিগরি কাজ সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৪৩. স্বত্বাধিকারী/ ব্যবস্থাপনা পরিচালক/অংশীদার/ব্যবস্থাপনা অংশীদার----------(এজেন্সি)।
৪৪. অফিস কপি/মাস্টার ফাইল।